কালের কণ্ঠ

তারিখ: 19 DEC 2013

পৃঃ ৩ কলাম ৭

শিক্ষকদের বারবার 'গিলাফ' বদলের আন্দোলনে স্থবির শিক্ষা কার্যক্রম

নওশাদ জামিল ও তানজিম বসুনিয়া ►

উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষকদের একাংশের আন্দোলনে দীর্ঘদিন ধরে অচল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। আচার্য-রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বিশ্ববিদ্যালয় সচল রাখার নির্দেশনা জারি করেছিলেন এক মাস আগে। কিন্তু এর পরও বন্ধ হয়নি আন্দোলন, সচল হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা বারবার সংগঠন-ব্যানার বদলে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কখনো শিক্ষক সমিতি, কখনো সাধারণ শিক্ষক ফোরাম নামে শিক্ষকদের একাংশ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছেন। সর্বশেষ রাষ্ট্রপতির নির্দেশনার পর তাঁরা নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম'-এর ব্যানারে আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা; আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের একটি অংশও যুক্ত হয়েছে। তাঁরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনের কেন্দ্রে রয়েছেন।

এদিকে আন্দোলনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। শিক্ষকদের একাংশের আন্দোলন ও ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, কলা ও মানবিক অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞান অনুষদে ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলেনি। গত এক বছর ধরে বিভিন্ন সময় শিক্ষকদের বেশ কয়েকবার কর্মবিরতি, ধর্মঘট, প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও, শ্রেণীকক্ষ তালাবদ্ধ করে রাখা, ক্লাস বর্জনের মতো কর্মসূচির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মাসেরও বেশি সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ২০১৩-১৪ সালের প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন গতকাল বুধবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকদের একাংশের অশিক্ষকসুলভ আচরণ ও আন্দোলনের কারণে অচল হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। জিম্মি হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। আমি সিনেটকে হালনাগাদ করব। সেখানে নিয়মমাফিক সবার প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সিনেট উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেবে। তাতে আমি নিজে প্রার্থী হব না। নির্বাচিত উপাচার্যের হাতে দায়িত্বভার হস্তান্তর করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাব। সেটাই ছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের নির্দেশনা। কিন্তু নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছেন না আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।'

রাষ্ট্রপতির নির্দেশনার পরও সচল হয়নি জাহাঙ্গীরনগর

অচলাবস্থা অব্যাহত : বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বিশ্ববিদ্যালয় সচল রাখার নির্দেশনা জারি করেন গত ৭ নভেম্বর। কিন্তু তাঁর নির্দেশনার পর এক মাস পার হলেও সংকট অব্যাহত রয়েছে। নির্দেশনা জারির পর কিছু দিন বিশ্ববিদ্যালয় সচল থাকলেও এবার নতুন নামে আন্দোলন করছেন শিক্ষকদের একাংশ। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা ঐক্য ফোরামের ব্যানারে গত ২০ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে দুই উপ-উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন স্থগিত করলেও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে অবরোধ অব্যাহত রাখেন তাঁরা। টানা ১৩ দিন অবরুদ্ধ করে রাখার পর গত ২ ডিসেম্বর উপ-উপাচার্য আফসার আহমদ (প্রশাসন) এবং এম এ মতিনকে (শিক্ষা) রেহাই দেন তাঁরা। কিন্তু উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনকে তাঁর বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। গত ৫ ডিসেম্বর উপাচার্য অসুস্থতার কারণে পাঁচ দিনের ছুটিতে পুলিশি পাহারায় ক্যাম্পাস ছাড়েন। কিন্তু উপাচার্য পদত্যাগের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় ঐক্য ফোরাম। সর্বশেষ উপাচার্যের বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

ঐক্য ফোরামের সদস্যসচিব অধ্যাপক কামরুল আহসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন পদত্যাগের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত ঐক্য ফোরামের আন্দোলন চলবে।'

আন্দোলনের গিলাফ বদল হচ্ছে বারবার : উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ শিক্ষক ফোরামের নামে আন্দোলন হয়েছে আগে। এখন নতুন নামে চলছে। এখনকার ব্যানারের নাম শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম। সাধারণ শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যাপক হানিফ আলী ও সদস্যসচিব অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফ উদ্দীনের নেতৃত্বে উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বিভিন্ন মতাদর্শের শিক্ষকের সমন্বয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম এখন আন্দোলন করছে। গত ৬ নভেম্বর সভায় ঐক্য ফোরাম গঠনের ঘোষণা দেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন। এই ফোরামের সমন্বয়ক করা হয় অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদারকে।